আলিমিয়া

আলি মিয়া নদবি চর্চার কাগজ

বর্ষ : ৪ । সংখ্যা : ৪ । এপ্রিল ২০২৬

সম্পাদক
আহমাদ সাব্বির

সহকারী সম্পাদক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল

সহযোগী সম্পাদক
হুসাইন আহমাদ খান

বানান সমন্বয়ক
জুনাইদ বিন আজিজ

নামলিপি
কাজী যুবায়ের মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
শামীম আল হুসাইন

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০২৬

নির্ধারিত মূল্য: ২০৳

প্রকাশনায়
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
শপ নম্বর: ২১, কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ফোন: ০১৭৫৩-৮১৯৮৩৯

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন
০১৭৮৯৮৫৪৬০২

সূচিপত্র

৫ ভূমিকা

৭ হিন্দুস্তানে মুসলমানদের সমস্যা : আবুল হাসান আলি নাদাবির নিরসনচেষ্টা
মূল : রাবে আল হাসানি নাদাবি
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

১৬ সংস্কার ও সংশোধনের ধারাবাহিক ইতিহাস
সিকান্দার আমীন

২৭ আলি মিয়া নদবি রহিমাহুল্লাহর অনন্য হয়ে ওঠা এবং আমাদের জন্য শিক্ষা
আহমাদ সাব্বির

৩৩ আমার আলি নদভি পাঠ
জুবায়ের রশীদ

৩৯ আলি মিয়ার লেখালেখির বৈশিষ্ট্য
আমীরুল ইসলাম ফুআদ

৪৫ নব্য জাহেলিয়াত ও আলি মিয়া নদবি রহ.
হাসান আজীজ

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এক গভীর সংকটের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতা সংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম সমাজের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানসিক আগ্রাসন শুরু করে। এটি কেবল ভূখণ্ড দখল বা রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রশ্ন ছিল না; বরং মুসলমানদের চিন্তাজগৎ, আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধকে ভেঙে দেওয়ার এক সুদূরপ্রসারী প্রকল্প ছিল। দীর্ঘদিনের নৈতিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ বিভক্তির কারণে মুসলিম সমাজ এই আঘাত মোকাবিলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক জৌলুস ও শক্তির সামনে মুসলমানদের বড় একটি অংশ হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয় এবং নিজেদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে।

এই সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ রাজনৈতিক প্রতিরোধের পথে হাঁটেন, কেউ আধুনিকতার সঙ্গে আপস করে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চান, আবার কেউ সীমিত পরিসরে সাহিত্যিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদের চেষ্টা করেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টার বেশিরভাগই সমস্যার গভীরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। কারণ সংকটের মূল ছিল আত্মিক ও মানসিক—যেখানে কেবল রাজনৈতিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল যথেষ্ট ছিল না। মুসলিম সমাজ আত্মবিশ্বাস হারিয়েছিল, নিজেদের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা ভুলে যাচ্ছিল, আর ইসলামকে জীবনের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে কেবল ঐতিহ্যগত পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলছিল।

> *যে জাতি আত্মিক শক্তি, নৈতিক দৃঢ়তা ও আদর্শচেতনা হারায়, সে জাতি বাহ্যিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও অবশ্যম্ভাবীভাবে পতনের দিকে ধাবিত হয়।*

এই প্রেক্ষাপটেই আধুনিক যুগে হযরত আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এক ব্যতিক্রমী সংস্কারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তার সংস্কারচিন্তা কোনো দল, সংগঠন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি সমস্যার শিকড়ে হাত দেন—মুসলিম উম্মাহর চিন্তা, মানসিকতা ও আত্মিক দুর্বলতায়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত বিজয় সামরিক বা অর্থনৈতিক নয়; বরং তা মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের ওপর আঘাত হানার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তাই এই ক্ষত নিরাময় না হলে বাহ্যিক কোনো সংস্কারই স্থায়ী ফল দিতে পারে না।

হযরত নদবি রহ. ইতিহাসকে কেবল ঘটনার ধারাবিবরণী হিসেবে দেখেননি। তিনি ইতিহাসের অন্তর্নিহিত নৈতিক ও মানসিক সূত্র অনুসন্ধান করেছেন। তার বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যে জাতি আত্মিক শক্তি, নৈতিক দৃঢ়তা ও আদর্শচেতনা হারায়, সে জাতি বাহ্যিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও অবশ্যম্ভাবীভাবে পতনের দিকে ধাবিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতকে দুই ভিন্ন জীবনদর্শনের সংঘর্ষ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন—একদিকে বস্তুবাদী, ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও আত্মমুখী সভ্যতা; অন্যদিকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনায় হযরত নদবি রহ. কখনো আবেগপ্রবণ বিদ্বেষ বা হীনমন্যতায় আক্রান্ত হননি। তিনি ভারসাম্যপূর্ণ ও গভীর দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের অর্জন ও সীমাবদ্ধতা—উভয় দিকই তুলে ধরেন। তার সমালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মনে আত্মসমালোচনার বোধ জাগ্রত করা এবং বোঝানো যে, অন্ধ অনুকরণ কখনো মুক্তির পথ হতে পারে না। একই সঙ্গে তিনি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব—মানবসভ্যতার নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা।

তার দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আত্মশুদ্ধি, আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠন ও বিশ্বদরদি ইসলামী চেতনা। তিনি মুসলমানদের সামনে এমন এক ইসলাম উপস্থাপন করেন, যা অতীতমুখী নয়, বরং সর্বযুগে প্রাসঙ্গিক। তার কোমল ভাষা, দরদি আহ্বান ও দৃঢ় নীতিগত অবস্থান বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আলেম, শিক্ষিত শ্রেণি, তরুণ সমাজ—সবার কাছেই তিনি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। প্রশস্ত হৃদয়, ইখলাস, তাকওয়া ও উম্মাহর প্রতি গভীর দরদের কারণে তিনি বিশ্বব্যাপী সম্মান ও আস্থা অর্জন করেন এবং আধুনিক যুগে ইসলামী সংস্কারধারার এক অনিবার্য পথপ্রদর্শকে পরিণত হন।

এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ‘আলিমিয়া’র পুনরাগমন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই ‘আলিমিয়া’র মাধ্যমে হযরত আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-কে কেন্দ্র করে যে চিন্তাচর্চা, দাওয়াতি দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতির আলোচনা নতুন করে শুরু হবে, তা মুসলিম সমাজের আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, এই উদ্যোগ নদবি রহ.-এর ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কারচিন্তাকে নতুন প্রজন্মের সামনে আরও স্পষ্ট ও জীবন্ত করে তুলবে এবং উম্মাহর চলমান সংকটে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে সহায়ক হবে।

—সম্পাদক

হিন্দুস্তানে মুসলমানদের সমস্যা : আবুল হাসান আলি নাদাবির নিরসনচেষ্টা

মূল : রাবে আল হাসানি নাদাবি
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

স্বাধীনতার আগ থেকেই ভারতের জনগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, যার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও ইতিহাসের বইপুস্তকগুলোর কথা, যেসব উপকরণের হাত ধরে উপনিবেশ রচিত হয়েছিল। এই সব ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশই ছিলেন সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত। এর বাইরে মিডিয়ার প্রতিকূল প্রচারণাও আমলে আনা যায়, যার ফলে একদিকে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়েছিল, অপরদিকে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সুখ্যাতি ধ্বংস হয়ে গেছিল। ভারতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়ার পরও তারা ছিলেন চিন্তায়, সংস্কৃতিতে অন্য সবার থেকে আলাদা। তদুপরি দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছিলেন। এর মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি ভারত পশ্চাৎপদ গ্রাম্য জীবন থেকে উন্নত নাগরিক সভ্যতায় উন্নীত হতে পেরেছিল। ভারতে মুসলিমরা নিজস্ব ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় রাখলেও ঔপনিবেশিক শাসকেরা মুসলমানদেরকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। কারণ তারা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন, তাই তারা চাইতেন না ভারতে মুসলমানরা শান-শওকতের সঙ্গে বসবাস করুন। ফলে মুসলিমরা শাসকের চক্ষুশূলে পরিণত হলেন আর সংখ্যাগুরু হিন্দুরা এর পুরো ফায়দা ঘরে তুলল। তারা উপনিবেশের সাহায্য করল, শিক্ষাক্ষেত্রে নয়া জাগরণের সঙ্গী হলো, আর যখন দেশ

> *সব মিলিয়ে ভারতে এমন একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যা কোনক্রমেই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ চিন্তা-চেতনার মানুষেরা অনুভব করলেন যে, মুসলমানদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে।*